তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৬২

**সরকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেবে**

**-- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

চাঁদপুর, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, কে শহর কিংবা গ্রামবাসী, নারী-পুরুষ কিংবা তৃতীয় লিঙ্গ সেটি বিবেচ্য নয়, আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। এর মধ্যে সরকার যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যবস্থা করবে এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নেবে।

আজ চাঁদপুর সার্কিট হাউজে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আপনারা (হিজড়া) সামাজিকভাবে পিছিয়ে আছেন। সে জায়গা থেকে আপনাদেরকে এগিয়ে নিতে হবে। আর সেজন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত। আমরা চাই আপনাদের যেসব প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা রয়েছে তা দূর করে আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এগিয়ে যাবেন। আমরা সবাই মিলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলব।

উপস্থিত হিজড়াদের দাবির প্রেক্ষিতে মন্ত্রী বলেন, আপনাদের প্রধান সমস্যা আবাসন। সেই সমস্যা সমাধানে আমরা জমি খুঁজছি। যেখানে আপনারা একসঙ্গে থাকবেন এবং একই সঙ্গে বিভিন্নভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। আপনারা আট উপজেলায় কতজন সংখ্যায় আছেন এবং কিভাবে থাকতে চান সেই তথ্য দিলে আমরা সেভাবে ব্যবস্থা করব।

দীপু মনি বলেন, চিকিৎসার জন্য আপনারা সরাসরি জেলা সদর হাসপাতালে এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গেলেও চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরঞ্জামের জন্য সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে আপনাদের মধ্যে অনেকেই চাকরি পেয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসরণ করে যদি আপনার যোগ্যতা অর্জন করেন তাহলে অবশ্যই চাকরি পাবেন।

জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজ সেবা কার্যালয় আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক কামরুল হাসান। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক ডকুমেন্টারি ও অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বশির আহমেদ। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইয়াসির আরাফাত, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক রজত শুভ্র সরকার, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা ডা. সৈয়দা বদরুন্নাহার চৌধুরী প্রমুখ।

#

জাকির/ফয়সল/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৬১

**মজুতদারির ব্যাপারে সরকার খুবই সজাগ**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

মৌলভীবাজার, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ বলেছেন, অনেক সময় দেখা যায় সঠিক সময়ে বাজারে পণ্য সরবরাহ না আসার অজুহাতে কিছু ব্যবসায়ী দাম বাড়িয়ে দেয়। এরা সততার সাথে ব্যবসা করতে চায় না। বেশি লাভ করতে চায়। কৃষিমন্ত্রী হিসেবে আমি সবজির বাজার ঘুরে দেখবো। মজুতদারির ব্যাপারে সরকার সজাগ রয়েছে। যে দুর্নীতি করবে তাকে সাথে সাথে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

আজ মৌলভীবাজার জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর আয়োজিত নারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, যৌক্তিক দামের চেয়ে কেউ বেশি দামে বিক্রি করে, তাহলে বলতে হবে সে ইচ্ছে করে তা বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে আমরা এসব বিষয় প্রতিহত করবো। খাদ্য ও বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে বৈঠক হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে যাতে খাদ্যদ্রব্যের কোনোরকম মূল্য বৃদ্ধি না হয় এবং মানুষ যাতে কষ্ট না পায়।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ‘হার পাওয়ার : প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন’ প্রকল্পের আওতায় জেলার ২৬৫ জন প্রশিক্ষণার্থী নারীর মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করেন। এসময় তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের আমলে নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ব্যাপক সাফল্য এসেছে, যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীদের দক্ষ করতে প্রশিক্ষণ ও ল্যাপটপ দেওয়া হচ্ছে। এসব নারী ঘরে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক উর্মি বিনতে সালাম, পুলিশ সুপার মনজুর রহমান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উপসচিব তাওহীদ আহমদ সজল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/ফয়সল/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৩৬৬০

**দিনাজপুরে আঞ্চলিক কর্মদক্ষতা বিষয়ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত**

রংপুর, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

কারিগরি শিক্ষার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের লক্ষ্যে দিনাজপুরে আঞ্চলিক কর্মদক্ষতা বিষয়ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ দিনাজপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার কারিগরি ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার। তিনি কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রসারে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

দিনব্যাপী কর্মদক্ষতা বিষয়ক প্রতিযোগিতায় রংপুর অঞ্চলের ১৩টি কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নির্বাচিত মোট ৩৭টি প্রকল্প প্রদর্শিত হয়। মূল্যায়ন কার্যক্রমের পর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

এরপর কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

#

মামুন/ফয়সল/শফি/মোশারফ/আব্বাস/২০২৪/২০৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                      নম্বর : ৩৬৫৯

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ। এ সময় ৭৭৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৬ হাজার ২৪১ জন।

#

দাউদ/ফয়সল/শফি/মোশারফ/আব্বাস/২০২৪/১৯১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫৮

**সংসদ সদস্য আব্দুল হাই-এর মৃত্যুতে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ।

প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই ছিলেন একজন সজ্জন ব্যক্তি। মহান রাব্বুল আলামীন যেন তাঁকে জান্নাত নসিব করেন।

উল্লেখ্য, আব্দুল হাই আজ সকালে থাইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি -----------------রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

#

আসলাম/ফয়সল/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫৭

**অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে রেলের জমি উদ্ধার করা হবে**

**---রেলপথ মন্ত্রী**

পাংশা (রাজবাড়ী), ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম বলেছেন, অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে রেলের জমি উদ্ধার করা হবে। সারাদেশে রেলের প্রায় ২৩ হাজার একরের বেশি জমি বেদখল হয়ে আছে। এখনো অনেকে রেলওয়ের জমি দখলে নেয়ার চেষ্টা করছে। অনেকে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে রেলের জমি ভোগদখল করছে, তাদেরকে উচ্ছেদ কার্যক্রম চলছে।

আজ রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলা পরিষদ হলরুমে রেলের জমি থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ বিষয়ে রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন ও বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

জিল্লুল হাকিম বলেন, যাদের সঠিক কাগজপত্র আছে তারা রেলের জমি ব্যবহার করতে পারবে, যাদের কাগজপত্র ঠিক নেই তাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে। রেলের জমি ভোগ করতে হলে লিজ নিয়ে ভোগ করতে হবে।

ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি করার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আপাতত ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি করার কোনো পরিকল্পনা নেই। তবে বর্তমান নির্ধারিত ভাড়া অনেক বছর ধরে আছে। সবকিছুর দাম বেড়েছে তেলের দাম বেড়েছে, বগির দাম বেড়েছে, ইঞ্জিনের দাম বেড়েছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে। কিন্তু ট্রেনের টিকিটের দাম বাড়েনি। ট্রেনের টিকিটের ভাড়া বাড়ানোর আগে সবার মতামত নেওয়া হবে ।

পাংশা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ জাফর সাদিক চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন পাকশী ডিভিশনাল ম্যানেজার শাহ সুফী নুর মোহাম্মদ, পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ কে এম শফিকুল মোর্শেদ আরুজ, উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদ হাসান ওদুদ, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাসুদুর রহমান রুবেল, পাংশা মডেল থানার ওসি স্বপন কুমার মজুমদার, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

#

সিরাজ/ফয়সল/শফি/মোশারফ/আব্বাস/২০২৪/১৯১৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫৬

**খুলনায় জাতির পিতার ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসের কর্মসূচি**

খুলনা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির আলোকে খুলনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭ মার্চ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

১৭ মার্চ সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে খুলনা কালেক্টরেট প্রাঙ্গণে অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। সকাল ১০টায় জাতীয় অনুষ্ঠান বিটিভি’র সহায়তায় সরাসরি প্রদর্শন ও প্রচার করা হবে। সুবিধাজনক সময়ে শিশুদের অংশগ্রহণে রচনা, চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। দিবসটি উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ সকল মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান এবং মন্দির, গির্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে।

ঐদিন নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান, স্থাপনাসমূহ সজ্জিতকরণ, সড়ক ও সড়কদ্বীপে সৌন্দর্যবর্ধন ও আলোকসজ্জা করা হবে। সকাল ৯টায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নগরভবনে শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

উপজেলা পর্যায়েও অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

#

সুলতান/ফয়সল/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫৫

**রাবির সাবেক উপাচার্যকে দেখতে বাসায় গেলেন সমবায় প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কূটনীতিক এম. সাইদুর রহমান খানকে দেখতে রাজশাহী নগরীর উপকন্ঠে অবস্থিত রাবি শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আবাসিক এলাকা বিহাসে তাঁর বাসভবনে যান।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী তাঁর সাথে কিছু সময় অবস্থান করে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং আশু আরোগ্য কামনা করেন। তিনি উপাচার্যের পরিবারের সদস্যদের সাথেও কুশলাদি বিনিময় করেন৷

উল্লেখ্য, এম. সাইদুর রহমান খান ১৯৯৭-৯৯ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং ১৯৯৯-২০০১ পর্যন্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ২০০৯-২০১২ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এবং আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেস্কো ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে। এতে প্যারিসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর একজন সদস্য।

#

হাবীব/ফয়সল/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫৪

**সর্বজনীন পেনশন স্কিমের নিবন্ধন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে**

**নীলফামারীতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত**

রংপুর, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের নিবন্ধন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নীলফামারী জেলার ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের অংশগ্রহণে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ নীলফামারী জেলাপ্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলাপ্রশাসক পঙ্কজ ঘোষ। নীলফামারী জেলাপ্রশাসন এ সভার আয়োজন করে। মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নীলফামারীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাইদুল ইসলাম ও অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (সার্বিক) ফারুক-আল-মাসুদ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জেলাপ্রশাসক বলেন, মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সরকার চার ধরনের পেনশন স্কিম চালু করেছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সমাজের অনেকেই এখনো সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে অবগত নন। পেনশন স্কিমের সুবিধা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের কাজ করতে হবে। সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মতবিনিময় সভার শুরুতে সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কিত তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়।

#

মামুন/ফয়সল/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫৩

**গত ১৫ বছরে রংপুর এলজিইডির ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন**

রংপুর, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

গত ১৫ বছরে রংপুর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে।

২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত রংপুর জেলার মোট ১ হাজার ৬১২ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে উপজেলা সড়ক ৫৩২ কিলোমিটার, ইউনিয়ন সড়ক ৪৬৭ কিলোমিটার এবং গ্রামীণ সড়ক ৬১৩ কিলোমিটার। উল্লিখিত সময়ে ৫ হাজার ২০৩ মিটার ব্রিজ-কালভার্টের নির্মাণ ও উন্নয়ন হয়েছে।

এলজিইডির আওতায় রংপুর জেলায় ৪০টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ৮টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ১৩টি স্লুইস ও রাবার ড্যাম, ৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন ও ৪৪টি হাট-বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া রংপুর জেলার ভূমিহীন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২৩টি বাসস্থান এবং ৪টি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

#

মামুন/ফয়সল/শফি/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫২

**জামালপুরের ইসলামপুরে দুস্থ-অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ**

ইসলামপুর (জামালপুর), ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

জামালপুরের ইসলামপুরে দুস্থ-অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ দুপুরে জামালপুরের ইসলামপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে সৌদি আরবের কিং সালমান হিউম্যানিটারিয়ান এইড ও রিলিফ সেন্টার এ খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করে। এদেশে তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সানবুলাহ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের মাধ্যমে এই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইসলামপুর উপজেলার দুস্থ-অসহায় এক হাজার পরিবারকে এই খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়। খাদ্যসামগ্রীর মধ্য ছিলো চাল, মসুর ডাল, চিনি, লবণ ও তেল।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. আব্দুস ছালাম, সহসভাপতি জামাল আব্দুল নাছের চৌধুরী, মজিবর রহমান শাহজাহান ও আঃ রাজ্জাক লাল মিয়া প্রমুখ।

#

আবুবকর/ফয়সল/আব্বাস/২০২৪/১৬৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫১

**রমজান বা ঈদে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কোনো কারণ নেই, জনগণ ও সাংবাদিকরা সোচ্চার থাকুন**

**-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

রমজান কিংবা ঈদ উপলক্ষ্যে কোনো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কোনো কারণ নেই জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, দ্রব্যমূল্য যাতে মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে, অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সেজন্য সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রমজান উপলক্ষ্যে ন্যায্যমূল্যে বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। এক কোটি মানুষকে ন্যায্যমূল্যে চালসহ অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। এরপরও দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় অসাধু ব্যবসায়ীরা, এমনকি খুচরা বিক্রেতারাও একটি বাজারে একটি পণ্যের দাম একরকম, আরেক বাজারে অন্যরকম করে ইচ্ছেমতো দাম নেওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে এই প্রবণতা আগে দেখা যায়নি।

মন্ত্রী আজ চট্টগ্রাম নগরীর দেওয়ানজি পুকুর লেনস্থ ওয়াইএনটি সেন্টারে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখলাম, মানুষ এ ব্যাপারে আগের তুলনায় অনেক বেশি সোচ্চার হয়েছে। অহেতুক দ্রব্যমূল্য বাড়ানোর প্রবণতা রোধ করার ক্ষেত্রে মানুষের সোচ্চার হওয়াটা সহায়ক।

একই পণ্য বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দামে যে বিক্রি হচ্ছে তা নিয়ে বিভিন্ন টেলিভিশন ও পত্রিকা অনুসন্ধানী রিপোর্ট করেছে। এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের সহায়তা চাই, আমাদের সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে, যাতে কেউ অহেতুক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে।

#

আকরাম/ফয়সল/সেলিম/২০২৪/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫০

**দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা জিম্মি নাবিক ও জাহাজ উদ্ধারে সহায়ক হবে**

**-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

সোমালিয়ায় জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ ও ২৩ নাবিককে মুক্ত করে আনার উদ্যোগ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বাংলাদেশের টেলিভিশনে কি দেখাচ্ছে, কি হচ্ছে সেটা কিন্তু যারা হাইজ্যাক করেছে তারা দেখে, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশের সব টেলিভিশন দেখার সুযোগ আছে। যখন এই বিষয়টাকে অতি গুরুত্ব দেয়া হয়, জিম্মিদের পরিবারের প্রতিক্রিয়া যখন ওরা দেখে, তখন হাইজ্যাককারীদের অবস্থান আরো অনমনীয় হয় এবং হচ্ছে। এই নেগেটিভ ইম্পেক্টটা হচ্ছে।’

আজ চট্টগ্রাম নগরীর দেওয়ানজি পুকুর লেনস্থ ওয়াইএনটি সেন্টারে মতবিনিময়কালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বিষয়টিকে সবারই সতর্কভাবে দেখা দরকার উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য নাবিকদের এবং জাহাজটাকে মুক্ত করা। সুতরাং আমরা সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে দায়িত্বশীলভাবে যদি আচরণ করি তাহলে এই পরিস্থিতি উত্তরণ সহজ হবে।

ড. হাছান বলেন, এটি নিয়ে সরকার কাজ করছে, অতীতেও সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১০০ দিনের মাথায় একই কোম্পানির জাহাজ এবং নাবিকদের মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। এখনো আমরা আশা করছি, আমাদের যে সমন্বিত প্রচেষ্টা আছে, সুস্থভাবে নাবিকদেরকে ও জাহাজটাকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পারব।

#

আকরাম/ফয়সল/সেলিম/২০২৪/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪৯

**ভারতের নাগরিকত্ব আইন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে নজর রাখছি**

**-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ভারতের নতুন নাগরিকত্ব আইন সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট-সিএএ তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। যেহেতু বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ, সেই হিসেবে আমরা বিষয়টির দিকে নজর রাখছি।

আজ চট্টগ্রাম নগরীর দেওয়ানজি পুকুর লেনস্থ ওয়াইএনটি সেন্টারে মতবিনিময়কালে সাংবাদিকরা ভারতের নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিভিন্ন দেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, এবিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান জানতে চাইলে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি দপ্তর আবারও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছে-সাংবাদিকদের এমন মন্তব্যের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা তুলে ধরে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো দপ্তর তাদের মতামত দিতেই পারে। তারা বলেছে, বিরোধী দল অংশগ্রহণ করেনি। বাংলাদেশে ৪৪টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৯টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এবং কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ করা না করা, সেটি সরকারের ওপর বর্তায় না, সেটি সেই দলের দায়িত্ব।

‘সেই দল বরং নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক দিয়েছিল, সেই লক্ষ্যে দেশে সহিংসতা ঘটিয়েছিল এবং সেই সহিংসতার সাথে যারা যুক্ত ছিল, তাদেরকেই শুধু গ্রেপ্তার করা হয়েছে’ জানান তিনি।

হাছান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্ব এবং সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে তারা কাজ করছে, আমরাও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে আরো ঘনিষ্ঠ করার জন্য এবং আমাদের যে বহুমাত্রিক সম্পর্ক, সেটিকে আরো বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কাজ করছি। সামনের দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একসাথে কাজ করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।

যে কোনো দেশের ভিন্নমতকে আমরা সম্মান করি উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশিরভাগ রাষ্ট্র আমাদের সাথে ভবিষ্যতে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। পৃথিবীর প্রায় ৮০টি দেশের সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে সম্পর্ক দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় এই অঞ্চলের নিরিখে অত্যন্ত সুন্দর, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে।

#

আকরাম/ফয়সল/সেলিম/২০২৪/১৬০০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৬৪৮

**সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুতে কৃষিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ ।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, আব্দুল হাই ছাত্রাবস্থায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন এবং আমৃত্যু দেশের ও গণমানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

কামরুল/জুলফিকার/রবি/কলি/মাসুম/২০২৪/১৫১৮ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৬৪৭

**পানগাঁও আইসিটিকে লাভজনক করতে হবে**

**-সালমান এফ রহমান**

ঢাকা, ০২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেছেন, কেরানীগঞ্জের পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল (আইসিটি)-কে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানে বড় ধরনের বিনিয়োগ করা হয়েছে। সম্মিলিতভাবে এ প্রকল্পটিকে সফল করতে হবে ।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা আজ ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জের পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল পরিদর্শন ওসংশ্লিষ্টদের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এসময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল এবং চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম সোহায়েল উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১৪২০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৬৪৬

**সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুতে খাদ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ০২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য এবং সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার ।

আজ এক শোকবার্তায় খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল হাইয়ের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস‍্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, আজ থাইল্যান্ডের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল হাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

#

কামাল/জুলফিকার/রবি/আলী/মাসুম/২০২৪/১২৫৩ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৬৪৫

**সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুতে ধর্মমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ০২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য এবং সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

আজ এক শোকবার্তায় ধর্মমন্ত্রী আব্দুল হাইয়ের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস‍্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, আজ ভোরে থাইল্যান্ডের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল হাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

#

সিদ্দীক/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১২৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪৪

**রংপুরে খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষায় চালু হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি**

রংপুর, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

রংপুরে খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষায় আগামী মাসে ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি চালু করা হবে। এ ল্যাবরেটরিতে দুধ, ভোজ্যতেল, মরিচের গুঁড়া, ডাল, সবজি, মধু ও রুটিসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে মেশানো ক্ষতিকর উপাদান শনাক্ত করা যাবে। এছাড়া, বিভিন্ন খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষা করা যাবে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে এ ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের রংপুর মেট্রোপলিটন কার্যালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

#

মামুন/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/শামীম/২০২৪/১৩০৮ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

**তথ্যবিবরণী নম্বর:** ৩৬৪৩

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ০২ চৈত্র (১৬ মার্চ):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৭ মার্চ ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী’ এবং ‘জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী’ এবং ‘জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং দেশের সকল শিশুসহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জাতীয় শিশু দিবসে এবছরের প্রতিপাদ্য- ‘বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে, আনব হাসি সবার ঘরে’ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ঐতিহ্যবাহী শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, দয়ালু এবং পরোপকারী। স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্ববরেণ্য নেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এই বাঙালি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। কখনও জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত আন্দোলনে কারান্তরীণ অবস্থায় থেকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ’৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ’৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-র ছয় দফা, ’৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন এবং ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শিশুদের প্রতি অপরিসীম মমতা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ; শিশুরাই তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। শিশুদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে- এই ভাবনা থেকেই জাতিসংঘ শিশুসনদের ১৫ বছর আগে ১৯৭৪ সালে তিনি শিশু আইন প্রণয়ন করেন। শিশু শিক্ষার বিকাশ নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে ১৭ মার্চ ‘জাতীয় শিশু দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে এবং শিশুদের কল্যাণে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আমরা ‘জাতীয় শিশুনীতি-২০১১’, ‘শিশু আইন ২০১৩’, ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন- ২০১৭’ প্রণয়ন করেছি। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু আজ স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছি। এছাড়াও শিশুদের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য তথ্য-প্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার উপযোগী সবরকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় শিশু দিবসে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি মহান নেতার জীবন ও আদর্শ অনুসরণে এদেশের শিশুদের যথাযোগ্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আজকের শিশুরাই হবে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট জনগোষ্ঠী। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে আজকের শিশুরাই। আসুন, দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে একযোগে কাজ করে শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ, আত্মবিশ্বাসী এবং মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলি।

আমি ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী’ এবং ‘জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/জুলফিকার/রবি/কলি/আলী/মাসুম/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 3642

**President's message on the occasion of the Birth Anniversary of**

**Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day**

Dhaka, 16 March :

President Mohammed Shahabuddin has given the following message on the occasion of the Birth Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day:

''March 17 is a memorable day in the history of the Bengali nation. On this day in 1920 the greatest Bangalee of all time, the architect of sovereign and independent Bangladesh, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was born in Tungipara, a secluded village in Gopalganj. As Bangabandhu came to us, we dreamt of and achieved independence. That is why we are citizens of a free nation. On the occasion of the 104th Birth Anniversary of the Father of the Nation, I pay my deep homage to this great leader.

Bangabandhu spent his childhood in a free environment with muddy paths and open fields of his village. From his boyhood, he was very kind and generous to humanity but uncompromising in attaining the rights. He always used to engage himself with philanthropic works as well as with the alleviation of the sufferings of others. Every moment of his life, wherever he found injustice, exploitation and torture, he went into action for protest. He took part in anti-British rallies at the age of 14. He ran the Muslim Seba Samity to meet the educational expenses of poor students. In the early forties of the last century, after coming into contact with Huseyn Shaheed Suhrawardy,   
Sher-e-Bangla A. K. Fazlul Haque and Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani, Bangabandhu, as a young student leader, got involved in active politics.

Shortly after the partition of 1947, the young leader Sheikh Mujib realized that despite being liberated from British rule, the Bangalees were again being exploited by that of the West Pakistan. The then rulers first attacked on Bangla, the mother tongue of Bangalees. Bangabandhu was arrested from the Secretariat Gate on 11 March 1948 while observing strike demanding Bangla as state language. Thus he moved forward on the path of realizing the rights of Bangalees, through movement, struggle and imprisonment. He led the nation in every democratic and freedom movement including All-party State Language Action Committee formed in 1948, the Language Movement in 1952, Jukta-Front Election in 1954, movement against Martial Law in 1958, Six-Point Movement in 1966, Mass Upsurge in 1969 and the General Elections in 1970 for attaining the freedom and rights of our people. He was sent to jail several times and had to bear inhuman sufferings for his active participation in those movements. But he never compromised with the Pakistani rulers on the question of establishing the rights of Bangalees.

On 7th March in 1971 at the Race Course Maidan, keeping with the emotions and aspirations of the Bangalees, Bangabandhu uttered in his thunderous voice, ‘The struggle this time is the struggle for emancipation, the struggle this time is the struggle for independence.’ This historic address was, in fact, a clarion call of our Independence. How an address can wake up the whole nation, inspire them to leap into the War of Liberation for Independence, the historic 7th March Speech by Bangabandhu is its unique example. In this speech, Bangabandhu not only called for independence but also outlined the War of Liberation and gave directions on the future course of action. On the night of March 25, when Pakistani invaders attacked the unarmed Bangalees in a blaze, the Father of the Nation declared the long-cherished Independence on 26th March in 1971.

-2-

We achieved ultimate victory through a nine-month long armed struggle under the leadership of Bangabandhu. During our War of Liberation, Bangabandhu was confined in Pakistan jail and the then Pakistani ruler farcically awarded him death sentence. But Bangabandhu said, 'When I go to the gallows, I will say I am a Bangalee, Bangla is my country, Bangla is my language.' For his extraordinary contributions to the country and people, Bangla, Bangladesh and Bangabandhu have emerged as a single and identical entity to the people of Bangladesh. Just after the Independence, Bangabandhu returned home on 10th January in 1972 being freed from Pakistan Jail. He put all-out efforts to rebuild the war-torn economy. He took all preparations to build the country as 'Sonar Bangla.' But the anti-liberation forces did not let Bangabandhu materialize that dream as the murderer group assassinated him and almost all of his family members on 15th August in 1975.

Bangabandhu wanted to make a strong position of Bangladesh in all the way including water, land and air. Bangabandhu taught us how to reach the goal overcoming various obstacles. In the historic speech of March 7, he said, 'You can't keep seven crores of people in bondage.' Bangladesh, which became independent under the leadership of Bangabandhu, is now a developing country after going through many ups and downs. Today, his worthy successor, Prime Minister Sheikh Hasina, continues to realize the unfulfilled dreams of the Father of the Nation by proving all fears and negative predictions wrong. Today, under her strong and visionary leadership, we are moving fast towards building a developed and 'Smart Bangladesh'.

Bangabandhu is the source of eternal inspiration to the Bengali nation. Bangabandhu appeared as a symbol of principle and ideals in politics. If you want to know Bangladesh, you have to know about the struggle for freedom and the Liberation War of Bangalees, you have to know Bangabandhu. Let the nation move forward on the path of building a prosperous Bangladesh free from hunger and poverty by embracing the spirit of the Liberation War and the ideology of the Father of the Nation, let it anchor in Bangabandhu's 'Sonar Bangla'.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever. ''

#

Rahat/Zulfikar/Robi/Sajjad/Ali/Shamim/2024/1501 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪১

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২ চৈত্র (১৬ মার্চ) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ১৭ ‍মার্চ ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী’ ও ‘জাতীয় শিশু দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১৭ মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের নিভৃতপল্লি টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে এসেছিলেন বলেই আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আর এজন্যই আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। জাতির পিতার ১০৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গ্রামের কাদা-জল, মেঠো পথ আর প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। পরোপকার আর অন্যের দুঃখকষ্ট লাঘবে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে যেখানেই অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী সভা-সমাবেশে অংশ নেন তিনি। এছাড়া গরিব ছাত্র- ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে ‘মুসলিম সেবা সমিতি’ পরিচালনা করেন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছুদিন পরই তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালি নতুন করে পশ্চিমাদের শোষণের কবলে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানে বাঙালির মায়ের ভাষা ‘বাংলা’র ওপর। বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু সচিবালয় গেট থেকে গ্রেফতার হন। এভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম ও কারাভোগের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে চলেন। ১৯৪৮ সালে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’, ‘৫২ এর ভাষা আন্দোলন’, ‘৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন’, ‘৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন’, ‘৬৬ এর ৬-দফা’, ‘৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান’, ‘৭০ এর নির্বাচন’সহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’, যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার ডাকই দেননি বরং মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ   
৯ মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা’। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

-২-

স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দেশকে ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। কিন্তু হায়েনার দল বুঝতে পারেনি জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে লোকান্তরের বঙ্গবন্ধু অনেক বেশি শক্তিশালী।

জলে-স্থলে-আকাশে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ‘৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না’। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে সেই বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। সকল আশঙ্কা ও নেতিবাচক ধ্যানধারণাকে ভুল প্রমাণ করে জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিমুখে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে, নোঙর ফেলুক বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলায়’।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/জুলফিকার/রবি/কলি/শামীম/২০২৪/১৩৪৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ